দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 24 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

তৃতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ

সোমবারের মধ্যে জাবি ভিসিকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম আন্দোলনরত শিক্ষকদের

□ জাবি সংবাদদাতা : পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা গতকাল শুক্রবার তৃতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ করে রেখেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে। আগামী সোমবারের মধ্যে তাকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। অপরদিকে চ্যান্সেলর চাইলেই কেবলমাত্র পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছেন ভিসি অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন। ভিসির পদত্যাগ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭০ জন শিক্ষক বিবৃতি দিয়েছেন। তৃতীয় দিনের মতো তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকলেও চ্যান্সেলর কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় ক্যাম্পাসে গুঞ্জন চলছে হয়ত বিদায় নিতে হতে পারে তাকে। সংকট নিরসনে অতিসত্বর আন্দোলনকারিদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বসবেন বলে জানা গেছে। এদিকে চলমান আন্দোলনের সংকটে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছেন যার দায়দায়িত্ব নিয়ে ভিসি এবং আন্দোলনকারীরা পরস্পরকে দায়ী করেছেন। জানা যায়, শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটায়' অমুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে ভর্তি, অযোগ্য প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বানানোর চেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট, শিক্ষকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যসহ ১২টি অভিযোগ তুলে ভিসি পদত্যাগের দাবিতে গত তিন মাস ধরে আন্দোলন করে আসছে শিক্ষকরা। প্রথমে শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন এবং পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা পেয়ে সেই নির্দেশনা মোতাবেক আন্দোলন শুরু করে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয় সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। গত বুধবার সর্বাত্মক ধর্মঘটের কর্মসূচীতে ভিসি আন্দোলনকারীদের মাড়িয়ে (উপেক্ষা করে) কার্যালয়ে প্রবেশ করেন এমন অভিযোগ তুলে গত বৃধবার বেলা ১২ থেকে গতকাল পর্যন্ত তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের পৃঃ ১২ কঃ ৫

তৃতীয় দিনের মতো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাবি সংকট নিরসনে শিক্ষক সমিতি চ্যান্সেলরের শরণাপন্ন হচ্ছে এমন আভাস পেয়ে ভিসি কৌশলে ৪ শিক্ষক ও ১ শিক্ষার্থী দিয়ে রিট করিয়ে সেই পথ বন্ধ করে দেন সুতরাং এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থিতিশীল ও কার্যকর করতে হলে তার পদত্যাগই একমাত্র পথ অন্য কোন পথ সামনে খোলা নাই। অপরদিকে সংকট নিরসনে চ্যান্সেলর এর সিদ্ধান্তের দিকে চেয়ে আছেন ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। গতকাল সকালে ভিসি সাংবাদিকদের বলেন শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাদের আন্দোলনের কারণে পদত্যাগ করবো না চ্যান্সেলর চাইলেই আমি পদত্যাগ করব এবং আমি যেহেতু নির্বাচিত ভিসি তাই আমি নির্বাচিত ভিসি ছাড়া অন্য কারো নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করব না। ভিসি আনোয়ার হোসেন আরো জানান, তার সাথে উপর মহলের তথা প্রেসিডেন্টের দপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ হচ্ছে এবং তারা অতিসত্বর কার্যকর পদক্ষেপ নিবেন। ভিসির এমন বক্তব্যে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সদস্য সচিব অধ্যাপক মো. কামরুল আহসান বলেন, তিনি অতিমাত্রায় মিথ্যাবাদী তিনি অবরুদ্ধ অবস্থাতেও প্রথম বিবৃতিতে ৭টি জঘন্য মিথ্যাচার করেছেন। তাই তার প্রতিটি কথাই আমরা অতি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করছি।

শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে এক জরুরী সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক ফোরামের সদস্য সচিব অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, 'ভিসি মিথ্যাচার করছেন, সুনির্দিষ্ট ১২টি অভিযোগ থাকায় তাকে পদত্যাগ করতেই হবে। পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ভিসি অবরুদ্ধ থাকবেন।' তিনি আরো বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো ভিসির স্যাক্সবার্তায় মিথ্যাচার করা হয়েছে। ভিসি মিডিয়ায়ও মিথ্যা কথা বলছেন।' পদত্যাগই একমাত্র সমাধান উল্লেখ করে আন্দোলনের সদস্য সচিব বলেন, 'পদত্যাগ না করলে যে কর্মসূচীতে সে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় সেই কর্মসূচী দেয়া হবে। প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপ যেন পদত্যাগ হয়। তা না হলে সংকট আরো বাড়বে' বলেও জানান অধ্যাপক মো. কামরুল আহসান।

গতকাল বিকালে ৩৭০ জন শিক্ষক এতটি বিবৃতিতে ভিসি অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেনকে পদত্যাগ করার দাবি জানান। এর আগে সকালে ভিসির সঙ্গে দেখা করেন তার স্ত্রী আয়েশা হোসেন, ছোটবোন ডা. জুলিয়া আহমেদ ও তার ছেলে রাহাত হক এবং বড়বোনের স্বামী সালাহউদ্দিন বাজ্জাক।

এদিকে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষাসহ শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের দাবিতে আজ শনিবার থেকে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা।